

কালরাত্রি ২৬শে মার্চ

পূবের দিকে মিষ্টি মধুর এক মায়াময় দেশ ছিল,
সেই দেশেতে কামার-কুমোর জেলে-তাঁতি বেশ ছিল।
বারো মাসের তেরো পাবণ, টাক ডুমাডুম ঢাক ছিল,
লক্ষ বনলতা সেনের চোখে নীড়ের ডাক ছিল।
কদম-কেয়া শাপলা-শালুক দোয়েল-কোয়েল শিস্ ছিল,
জামাত নামে ওৎ পাতা এক কালনাগিনীর বিষ ছিল।

পাক নামে এক অশ্বডিম্ব দেশ বানাবার হাঁক ছিল,
পাকের ভেতর নাপাক কিছু শুভংকরের ফাঁক ছিল।
ওরা যতই ভরা পেটে আনন্দে গান গাচ্ছিল,
এরা ততই ক্ষুধায় কাতর, খুদ ও কুঁড়ো খাচ্ছিল।
পশ্চিমেতে সুখের প্রাসাদ, পূর্বের ফুটপাত ছিল,
অপমানের অসম্মানের জঘন্য উৎপাত ছিল।
ওদের পকেট ভরল যত, এদের ততই কম ছিল,
দেনার অভিশপ্ত খাতায় অনেক পাপই জমছিল।
কথায় এবং কাজে যে তার ষোল আনাই ছল ছিল,
ইসলামেরই আড়ালে তার অস্ত্রসজ্জা চলছিল।

তারপরে এক বিস্ফোরণে দোয়েল-কোয়েল পুড়ছিল,
আকাশ ছেয়ে জামাত-নাপাক কালশকুনী উড়ছিল।
চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ ফুলের কলি ঝরছিল,
লক্ষ নিরপরাধ মানুষ গুলি খেয়ে মরছিল।
লক্ষ লক্ষ ধর্মিতা মা, ধর্মিতা বোন কাঁদছিল,
চতুর্দিকে শুধুই রক্ত, লাশ ও আর্তনাদ ছিল।

জাতির মীরজাফরের প্রতি খোদার অভিশাপ ছিল,
তার সাথে এক বজ্রকণ্ঠে আকাশ-বাতাস কাঁপছিল।
বিশাল বিপুল তুর্য হাতে বিশাল বিপুল শেখ ছিল,
বিস্ময়ে সব বিশ্ববাসী মুগ্ধ চোখে দেখছিল।
জাতির মাথায় সোনার মুকুট তাজউদ্দিন তাজ ছিল,
তাজের হাতেই উথাল-পাথাল প্রলয় শংখ বাজছিল।
মুক্তি সুখের উৎসবে দেশ মৃত্যু-ঝুঁকি নিচ্ছিল,
ষোলই ডিসেম্বর সুদূরে মিষ্টি উঁকি দিচ্ছিল।

যে দেখেনি বুঝবে না সে, এমন কেয়ামত ছিল,
এবং জামাত, নাপাক-সেনার ভাগ্যে নাকে খৎ ছিল।

সে সব স্মৃতির অনেক ওজন, ভাবিস নে তুই পল্কা সে,
অভভেদী সে জাতকে আজ দেখলে চোখে জল আসে ॥

ফতেমোল্লা
৭ই মার্চ, ৩৬ মুক্তিসন (২০০৬)।